ইউনিট ৩

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সামাজিক সমস্যা

ভূমিকা

সমস্যামুক্ত সমাজের অস্তিত্ব পৃথিবীতে বিরল ঘটনা। মানুষ, সমস্যা ও সমাধান– এ তিন উপাদানে আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমেই চিরন্তন সমাজ প্রবাহ আবর্তিত হচ্ছে। মানব সভ্যতার ঐতিহাসিক বির্বতন আলোচনায় প্রতীয়মান হচ্ছে সমাজে সমস্যা অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে ভবিষ্যতেও থাকবে। তবে সকল প্রতিকূল পরিস্থিতিই সামাজিক সমস্যা নয়। সামাজিক সমস্যা হচ্ছে এমন এক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি যা সমাজের অধিকাংশ জনগণের উপর চাপ, উত্তেজনা, দ্বন্ধ, হতাশা তথা ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে তাদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রাকে ব্যাহত করে, তবে সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে জনগণ পরিস্থিতি মোকাবেলার প্রয়োজনীয়তা উপলদ্বি করে। সামাজিক সমস্যাগুলো বর্তমানে বেশ জটিল, বহুমুখী ও পরস্পর সম্পর্কিত। তাই সমস্যাগুলো সমাধানের সম্ভাব্য উপায় ও গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে জানা ও উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন।

সংজ্ঞা ঃ সাধারনত সামাজিক সমস্যা এমন একটি সামাজিক অবস্থা যা অনভিপ্রেত, অনাকাঙ্খিত ও অবাঞ্ছিত; যা সমাজে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে এবং সমাজ উন্নয়ণ ব্যাহত করে; যা সমাজের প্রতিষ্ঠিত রীতি-নীতি মূল্যবোধ ও কল্যাণ বিরোধী, যা মানুষের সামাজিক ভূমিকা পালন ব্যাহত করে এবং সামাজিক অসংগতি, বিশৃংখলা ও অসামাজিকতার নামান্ত র।

প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী এল. কে ফ্রাঙ্ক- এর মতে "সামাজিক সমস্যা হচ্ছে এমন একটি অসুবিধা, যা সমাজস্থ মানুষের অবাঞ্ছিত আচরণ, যা সমাজের বৃহৎ অংশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে এবং যা সংশোধনের জন্য মানুষ সচেতন।"

সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্য

১। সমাজ থেকে উদ্ভুত
২। অবাঞ্ছিত ও ক্ষতিকর সামাজিক অবস্থা
৩। সমাজের বৃহত্তর অংশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে
৪। সমস্যার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক বিদ্যমান
৫। পারস্পরিক নির্ভরশীলতা
৬। সামাজিক পরিবর্তনের ফল
৭। জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি
৮। সমাজভেদে ভিন্নতর
৯। সামাজিক সমস্যা আপেক্ষিক
১০। সমাধান যোগ্যতা।

সুতরাং সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে, উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতিযুক্ত যে কোন সামাজিক অবস্থা বা পরিস্থিতিকে সামাজিক সমস্যা বলা হয়।

পাঠ-১ ঃ জনসংখ্যাস্ফীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি—

☞ জনসংখ্যাস্ফীতি কাকে বলে তা জানতে পারবেন।
☞ বাংলাদেশে জনসংখ্যা স্ফীতি কেন এক নম্বর জাতীয় সমস্যা তা অবহিত হবেন।
☞ জনসংখ্যা স্ফীতির কারণসমূহ জানতে পারবেন।
☞ জনসংখ্যা স্ফীতি দূরীকরণের উপায় সমূহ জানতে পারবেন।

ভূমিকা

বর্তমানে বিশ্বে অন্যতম আলোচিত ও আলোড়িত সমস্যা হচ্ছে জনসংখ্যা স্ফীতি। জনসংখ্যা একটি দেশের উৎপাদন ও সেবা কার্যক্রম পরিচালনার সহায়ক শক্তি হলেও দেশের সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার তুলনায় অধিক হলে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রকট আকার ধারণ করছে। তাই ১৯৭৬ সালে তৎকালীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি জনসংখ্যা বিস্ফোরণকে এক নম্বর জাতীয় সমস্যা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। ফলে জনসংখ্যা স্ফীতিরোধে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

১.১ জনসংখ্যা স্ফীতির ধারণা ও সংজ্ঞা ঃ সাধারণত জনস্যংখ্যা স্ফীতি বলতে এমন এক অবস্থাকে বুঝায় যখন কোন দেশের প্রাপ্ত ও সম্ভাব্য সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যার আধিক্য দেখা দেয় এবং দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় ডেকে আনে।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ টমাস ম্যালথাসের (১৭৯৮) মতে, "কোন দেশের জনসংখ্যা সে দেশের মোট খাদ্য উৎপাদনের তুলনায় বেশি হলে জনসংখ্যার সেই পরিস্থিতিকে জনসংখ্যা স্ফীতি বলে।"

সুতরাং বলা যায় কোন দেশের মোট জনসংখ্যার পরিমাণ কাম্য সংখ্যার সীমা অতিক্রম করলে উক্ত জনসংখ্যাকে সে দেশের জনসংখ্যা স্ফীতি বলে। যেমন- বাংলাদেশের জনসংখ্যা।

১.২ বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি ও জনসংখ্যা স্ফীতির স্বরূপ

পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ ও জনবহুল দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ। জনসংখ্যার ক্ষেত্রে পৃথিবীতে বাংলাদেশের অবস্থান নবম। এদেশের জনসংখ্যা সমস্যা খুবই প্রকট, জটিল ও ভয়াবহ। ২০০১ সালের আদমশুমারীর প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী ১,৪৭,৫৭০ বঃ কিঃ মিঃ আয়তন বিশিষ্ট বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১২ কোটি ৯২ লাখ। প্রতি কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৮৩৪ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৪৮। এই হিসেবে বর্তমানে জনসংখ্যা প্রায় ১৪ কোটি।

বাংলাদেশের উন্নয়নের অন্যতম প্রতিবন্ধক হচ্ছে জনসংখ্যাস্ফীতি, জনসংখ্যা তত্বের আলোচক এবং বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে জনসংখ্যা স্ফীতিকে বাংলাদেশের এক নম্বর সমস্যা হিসেবে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা স্ফীতি কি সমস্যা?

ম্যালথাসের জনসংখ্যাতত্ব ঃ প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ টমাস ম্যালামাসের জনসংখ্যা তত্বানুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে। যেমন- ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২ হারে এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় গাণিতিকহারে অর্থাৎ ১, ২, ৩, ৪, ৫ অনুপাতে। ফলে জনসংখ্যা ২৫ বছরে দ্বিগুন হয়ে জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদনের মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে দেশে খাদ্য সংকট দেখা যায়।

বাংলাদেশের ১৯৮১ সালের আদম শুমারির তথ্যানুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২.৩৬ শতাংশ, ১৯৯১ সালে ২.১৭ এবং ২০০১ সালের শুমারী অনুযায়ী ১.৪৭। ম্যাল মাসের মতে, খাদ্য ঘাটতি দেশের জনাধিক্যের অন্যতম লক্ষণ। বাংলাদেশে ব্যাপক খাদ্য ঘাটতি রয়েছে। ১৯৯১, ১৯৯৫, ২০০০ ও ২০০২ সালের খাদ্য ঘাটতি যথাক্রমে ১৫৭৭, ২৫৬৮, ২১০৪ ও ১৭৯৯ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য ঘাটতি ছিল। তাঁর মতে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি খাদ্য সরবরাহকে অতিক্রম করলে দেশে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, আত্মহত্যা, সংঘাত ইত্যাদি দেখা দিবে, বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা জনিত সংঘাত পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাই জনাধিক্য জনিত কারণে ১৯৭৪ সাল থেকে বাংলাদেশকে ম্যালথাসের দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

কাম্য জনসংখ্যাতত্ব ঃ কোন দেশের জনসংখ্যা যখন সে দেশের সম্পদ ও সুযোগ সুবিধার সমান হয় তখন তাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে। কাম্য জনসংখ্যা তত্বানুযায়ী বাংলাদেশকে জনাধিক্য বলা যায়। কারণ এ তত্বের বক্তব্য অনুযায়ী জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যার অধিক হলে উৎপাদন হ্রাস পেয়ে মাথাপিছু আয় কম হবে। বাংলাদেশের মানুষের জাতীয় আয় ও উৎপাদন মাথাপিছু আয় অত্যন্ত কম। ইইঝ-এর অথ্যানুযায়ী ২০০০ সালে শতকরা প্রায় ৪৪.৩০ ভাগ লোক দরিদ্র সীমার নিচে এবং ২০ ভাগ লোক চরম দরিদ্রাবস্থায় বসবাস করছে।

বাংলাদেশে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকলেও আবিষ্কার ও ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও সম্পদ বাড়েনি। বর্তমানে জনসংখ্যা বাড়ছে ১.৪৭% হারে বিপরীতে খাদ্য উৎপাদন বাড়ছে মাত্র ১.৫% হারে। এখানে জন্ম-মৃত্যুর উর্ধ্ব হারই বেশি। যদিও মাথাপিছু আয় সামান্য বৃদ্ধি পাচ্ছে তবুও দারিদ্র, বেকারত্ব,

জীবন যাত্রার নিম্নমান, নিরক্ষরতা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিহীনতা, ভিক্ষাবৃত্তি, অপরাধপ্রবণতা, দুর্নীতি সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিটি স্তরে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। সুতরাং জনসংখ্যাস্ফীতি বাংলাদেশের এক নম্বর জাতীয় সমস্যা।

১.৩ জনসংখ্যাস্ফীতির প্রভাব

জনসংখ্যা স্ফীতি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। জনজীবনের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে জনসংখ্যা স্ফীতির বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না। নিম্নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর ক্ষতিকর প্রভাবগুলো তুলে ধরা হলো ঃ

১। **খাদ্য ঘাটতি ঃ** বাংলাদেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সংগতি রেখে খাদ্য উৎপাদন করা যাচ্ছে না। ফলে প্রতি বছর ১৫-২০ লক্ষ টন খাদ্য বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়।

২। **বেকারত্ব ঃ** জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব প্রতি বছর কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও আশানুরূপ শিল্প-কারখানা গড়ে না উঠায় বেকারত্ব বিশেষ করে কর্মক্ষম শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ব্যাপক হারে বাড়ছে। ফলে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে।

৩। **দারিদ্র ঃ** বাংলাদেশে ব্যাপক দারিদ্র্যের প্রধান কারণ জনসংখ্যা স্ফীতি। সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মাথাপিছু আয় কমে যাওয়ায় ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে না পেরে চরম দারিদ্র্যে নিপতিত হচ্ছে।

৪। **গৃহ ও বস্তি সমস্যা ঃ** বাংলাদেশে বছরে প্রায় ২৪ লাখ লোক বৃদ্ধি পায় যাদের জন্য ৪ লক্ষ নতুন গৃহ প্রয়োজন। এ প্রয়োজনের অর্ধেক দরিদ্র মানুষের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে খোলা আকাশের নীচে, জরাজীর্ণ কুটিরে এবং শহর জীবনে বস্তির নোংরা পরিবেশে মানবেতর জীবন যাপন করছে।

৫। **শিক্ষা সমস্যা ঃ** বাংলাদেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, দক্ষ জনশক্তির অভাব প্রভৃতি সমস্যা দেখা দিচ্ছে। দেশের শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষার গুণগত মান, অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা বাড়েনি।

৬। **স্বাস্থ্য সমস্যা ঃ** ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে দেশে স্বাস্থ্যহীনতা ও পুষ্টিহীনতা মারাত্মক আকার ধারণ করছে। বর্তমানে দেশে ৫০ ভাগ লোকই স্বাস্থ্যহীনতার শিকার। ফলে অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা ও খাদ্যাভাবের দরূন পুষ্টিহীনতা ও মারাত্মক হয়ে উঠেছে। ১৯৯০ সালের পুষ্টি জরিপ অনুযায়ী এদেশের ৬৫ ভাগ শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে।

৭। **পরিবেশ দূষণ ঃ** জনসংখ্যা স্ফীতির প্রভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট ও পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। কোন এলাকায় জনসংখ্যা বেড়ে গেলে বাসগৃহ নির্মাণ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, গাছপালা ও বনাঞ্চল ধ্বংস ইত্যাদি কারণে প্রকৃতি ও পরিবেশ দূষিত হয়।

৮। **সামাজিক অস্থিরতা ও অপরাধ প্রবণতা ঃ** জনসংখ্যা স্ফীতির ফলে সমাজে দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও অস্থিরতা, লোভ হতাশা বাড়ছে। ফলে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সুতরাং জনসংখ্যাস্ফীতি এদেশে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করছে।

১.৪ বাংলাদেশে জনসংখ্যা স্ফীতির কারণ

বাংলাদেশে জনসংখ্যা স্ফীতির পিছনে বহুবিধ কারণ বিদ্যমান। এদেশের প্রেক্ষাপটে জনসংখ্যা স্ফীতির উল্লেখযোগ্য কারণগুলো-

১। **জলবায়ু ও ভৌগলিক অবস্থান ঃ** বাংলাদেশ ভৌগলিক দিক থেকে নাতিশীতোষ্ণ ও মৌসুমী বায়ু প্রবাহ অঞ্চলে অবস্থিত। এ অঞ্চলের মানুষ অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে যৌবন প্রাপ্ত হয় এবং নারীরা অধিক সন্তান ধারণে সক্ষম হয়। এটি বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অনুকূল প্রভাব সৃষ্টি করে।

২। **খাদ্যাভ্যাস ঃ** বাংলাদেশের মানুষের প্রধান খাদ্য ভাত, রুটি, আলুতে শ্বেতসারের পরিমাণ বেশী। যা প্রজনণ ক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়ক।

৩। **কৃষিভিত্তিক সমাজ ও যৌথ পরিবার ঃ** বাংলাদেশের কৃষি ভিত্তিক সমাজ কাঠামোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা। কৃষি কাজে অধিক লোক প্রয়োজন। যৌথ পরিবার সন্তান লালন-পালন সহজ বিধায় গ্রামীণ এলাকায় অধিক সন্তান জন্মদানের প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

৪। **বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ ঃ** বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহ জনসংখ্যা স্ফীতির একটি প্রধান কারণ। বাল্য বিবাহের ফলে এ দেশের মেয়েরা ১৪-১৫ বছর বয়স থেকেই সন্তান জন্ম দেয়া শুরু করে এবং দীর্ঘকালের বিবাহিত জীবনে তারা সন্তান উৎপাদনের জন্য অনেক সময় পেয়ে যায়। আবার বহু বিয়ের ফলে এক পুরুষের ঔরসে অনেক সন্তান জন্ম নেয়। ফলে জনসংখ্যা বাড়ে।

৫। **নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা ঃ** বাংলাদেশে ৩৮% ভাগ লোক নিরক্ষর এবং সে কারণে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং অসচেতন। ফলে তার পরিবারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি যে জাতীয় জীবনে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে তা উপলব্ধি করতে পারে না।

৬। **ধর্মীয় ভ্রান্ত ধারণা ঃ** এদেশের অধিকাংশ লোক ধর্মভীরু কিন্তু যথেষ্ট ধর্মীয় জ্ঞানের অভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে পাপ মনে করে। এ ধারণা সন্তান লাভে সহায়তা করে।

৭। **সামাজিক নিরাপত্তার অভাব ঃ** এদেশে বার্ধক্যে সামাজিক নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা না থাকায় এ দেশের মানুষ শেষ সম্বল হিসেবে অধিক সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকে।

৮। **চিত্ত বিনোদনের অভাব ঃ** এদেশের ৭৫ ভাগ লোকই চিত্ত বিনোদনের প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ফলে পরিবার সংসর্গ চিত্তবিনোদনের উপায়, এতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

৯। **দারিদ্র ঃ** বাংলাদেশের ৬০ ভাগ লোক চরম দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। মিঃ ডিঃ ক্যাস্ট্রো তাঁর বিখ্যাত *Geography of Hunger* গ্রন্থে বলেছেন, ক্ষুধার্ত মানুষের প্রজনণ ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত বেশী। বাংলাদেশে এটা প্রযোজ্য।

১০। **নারী শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের অভাব ঃ** বাংলাদেশের অধিকাংশ নারী শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মে নিযুক্ত না থাকায় এবং নিম্ন সামাজিক মর্যাদার কারণে সন্তান জন্মদানে প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে।

উপর্যুক্ত কারণ ছাড়াও শিশু মৃত্যুর আধিক্য, পুত্র সন্তান লাভের স্পৃহা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন কর্মসূচীর নিম্ন সাফল্য প্রভৃতি কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

১.৫ বাংলাদেশের জনসংখ্যা স্ফীতি দূরীকরণের উপায়

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির যেমন বহুমুখি কারণ বিদ্যমান তেমনি জনসংখ্যা স্ফীতি দূরীকরণে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করলে জনসংখ্যা স্ফীতি রোধ করা সম্ভব তা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

১। **জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন ঃ** বাংলাদেশের জনসংখ্যা স্ফীতির বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করে মাঠ পর্যায়ের কর্মী ও জনপ্রতিনিধির সাথে আলোচনা করে জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করা উচিত।

২। **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী জোরদারকরণ ঃ** বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সফল ও স্বীকৃত পদ্ধতি হচ্ছে পরিবার পরিকল্পনা, বর্তমানে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির জটিলতার কারণে অনেকে গ্রহণ করে না, তাই এই পদ্ধতিতে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে।

৩। **স্থানীয় নেতৃত্ব সৃষ্টি ঃ** গ্রাম সরকার, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, মসজিদের ইমামদের প্রশিক্ষণ দিয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের কাজে লাগাতে হবে।

৪। **জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন ঃ** জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি পেলে জন্ম হার হ্রাস পায়, তাই কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি প্রভৃতি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৫। **নারী শিক্ষা বিস্তার ও কর্মসংস্থান ঃ** জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনে পুরুষের চেয়ে নারীদের ভূমিকাই অধিক, তাই নারীদের শিক্ষিত ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে সহায়ক হবে।

৬। **বাল্য বিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ ঃ** বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ রোধে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে। এই জন্য ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের বিধান মতে বিয়ের ক্ষেত্রে ছেলেদের ২৫ ও মেয়েদের ২২ বছর কার্যকর করতে হবে।

৭। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বিস্তার, দুঃস্থ ও বার্ধক্য ভাতা, পেনশনারদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করলে সন্তানের উপর নির্ভরশীলতা কমবে।

৮। **চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা ঃ** চিত্ত বিনোদনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেলে জন্মহার হ্রাস পায়। তাই জনগণের আমোদ-প্রমোদের জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯। **ধর্মীয় কুসংস্কার দূরীকরণ ঃ** বাংলাদেশের অধিকাংশ অজ্ঞ ও অশিক্ষিত লোকদের মাঝে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন সম্পর্কে নানা কুসংস্কার রয়েছে। জন্ম নিয়ন্ত্রন শিশু হত্যা নয়, ধর্মীয় বিধান মানুষের অমঙ্গলজনক অবস্থার সমর্থন হতে পারে না। এ বিষয়ে জনগণের দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে মসজিদের ইমাম ও মাওলানা সাহেবদের উদ্বুদ্ধ জরুরীকরণ।

১০। **পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি জনপ্রিয়করণ ঃ** প্রচলিত জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতির জটিলতার কারণে মানুষ পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী গ্রহণ করতে আগ্রহী হয় না। তাই এই পদ্ধতিকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে।

সুতরাং জনসংখ্যা স্ফীতি রোধের জন্য প্রয়োজন গ্রামভিত্তিক কার্যক্রম জোরদার করণ এবং শিক্ষার সম্প্রসারণ।

পাঠ-২ ঃ দারিদ্র

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি—

- ☞ দারিদ্র্য কাকে বলে তা জানতে পারবেন।
- ☞ বাংলাদেশে দারিদ্র্য কেন সমস্যা তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ দারিদ্র্যের কারণ চিহ্নিত করতে।
- ☞ দারিদ্র্য নিরসনের উপায় সমূহ তুলে ধরতে পারবেন।

ভূমিকা

দারিদ্র্য বাংলাদেশের একটি অন্যতম সামাজিক সমস্যা। দারিদ্র্য অন্যান্য সামাজিক সমস্যার কারণ ও বটে। দারিদ্র্য এমন একটি নেতিবাচক আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে বুঝায়। যেখানে মানুষের ন্যূনতম মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করতে সমর্থ হয় না। দারিদ্র্যের কারণে ব্যক্তি মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে না পারায় সামাজিক মর্যাদা ও হ্রাস পায় শিক্ষা স্বাস্থ্য। নিরাপত্তার সকল সুযোগ থেকে জীবন লাভে ব্যর্থ হয়। বিশ্বের দরিদ্র্য দেশগুলোর অন্যতম বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সকল উন্নয়ণের প্রতিবন্ধক দারিদ্র। সাধারণত দরিদ্র বলতে অভাব অনটন অসচ্ছলতা ও অক্ষমতাকে বুঝায়, সমাজ বিজ্ঞানী গিলিনের মতে, "যাদের জীবন যাপনের মান সমাজে বিরাজমান জীবন যাত্রার মানের নিচে তারাই দরিদ্র্য।"

২.১ **সংজ্ঞা ঃ** দারিদ্র বলতে এমন এক পীড়াদায়ক সামাজিক অর্থণৈতিক পরিস্থিতিকে বুঝায় যেখান জনগণ জীবন ধারনের ন্যূণতম প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন, জীবন ধারনের জন্য তারা অন্যের উপর নির্ভরশীল এবং সমাজে নিম্ন মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকে।

২.২ **দারিদ্রের প্রভাব ঃ** বাংলাদেশে দারিদ্র্য শুধু মাত্র সমস্যাই নয়। অন্যাণ্য সমস্যা সৃষ্টির জন্য ও দায়ী। দারিদ্র্যের প্রভাব সূদূর প্রসারী যেমন-

১। দারিদ্র একটি অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি যার কারণে মানুষ জীবন ধারনের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না।

২। অপুরিত চাহিদা পূরণ করতে না পেরে জনগণের মাঝে অভ্যন্তরীণ চাপ, উত্তেজনা, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও হতাশা সৃষ্টি করে।

৩। দারিদ্র্যের কারণে কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে না পারায় কৃষি উৎপাদন মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে, যা জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগিতিতে অন্তরায় সৃষ্টি করছে।

৪। দারিদ্র্যের অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতার জন্য দায়ী।

৫। দারিদ্র্য নানা ধরনের অসামাজিক ও অপরাধমূলক কাজের জন্মদেয়।

৬। দারিদ্র্য দূর্নীতি বৃদ্ধিতে সহাযক।

৭। সমাজ এবং সামাজিক পরিস্থিতি থেকে দারিদ্র্য সৃষ্টি হয়।

৮। জনসংখ্যা স্ফ্রীতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ধর্মান্ধতা ও ফতোয়াবাজী দারিদ্র্য সৃষ্টির জন্য সহায়ক।

৯। পুষ্টিহীনতা, দাম্পত্য কলহ, পারিবারিক ভাঙ্গন, পতিতাবৃত্তি প্রভৃতি সমস্যার মূলে দরিদ্র্যের প্রভাব বিদ্যামান।

১০। দারিদ্র্য পরিমাপ যোগ্য এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে জনগণ সচেতন।

উপযুক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে দারিদ্র্যের মাঝে সামাজিক সমস্যার সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। আর্থ-সামাজিক জীবনে সর্বত্রই দারিদ্র্যের ক্ষতিকর প্রভাব লক্ষনীয়। সুতরাং সংগত কারণেই বলা যায়, দারিদ্র্যের একটি মারাত্মক সামাজিক সমস্যা এবং বহুসমস্যা সৃষ্টির কারণ ও উৎস।

২.৩ **বাংলাদেশে দারিদ্র্যের কারণ ঃ** বাংলাদেশের ব্যাপক দারিদ্র্য এক দিনের সৃষ্ট নয়, দীর্ঘ দিনের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ভৌগলিক ও পরিবেশেগত অবস্থার ফল। এ দেশের দরিদ্র্যতার জন্য বহুবিধ কারণ বিদ্যমান, যেমন-

১। **ঔপনেবেশিকতা ঃ** দীর্ঘ দুইশত বছর ব্রিটিশ শাসন, দুইযুগের ও অধিক সময় পাকিস্তানের ঔপনিবেশিকতা এ দেশের লোক একাধিকবার বিদ্রোহ করেছে এবং ধন সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে দরিদ্রে নিপতিত হয়েছে।

২। **অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা ঃ** বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস কৃষি। কিন্তু মান্ধাতার আমলের উৎপাদন ব্যবস্থার কারণে কৃষি উৎপাদন সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েগেছে এবং কৃষকেরা দারিদ্রতা কাটিয়ে উঠতে পারছেনা।

৩। **জনসংখ্যা স্ফীতি ঃ** বাংলাদেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সে হারে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ফলে দরিদ্র তীব্র আকার ধারণ করছে।

৪। **শিল্পে অনগ্রসরতাঃ** আধুনিক যুগে একটি দেশের উন্নয়ণের পূর্বশর্ত হচ্ছে শিল্পায়ন কিন্তু বাংলাদেশে তেমন শিল্প কারখানা গড়ে উঠছে না অপরদিকে কুটির শিল্প দিন দিন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলে কৃষি-বহির্ভূত বেকারদের কর্মসংস্থান না হওয়ায় বেকারত্ব বাড়ছে।

৫। **প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঃ** পৃথিবীর প্রাকৃতিক দুযোর্গ কবলিত দেশ গুলোর অন্যতম। বাংলাদেশ প্রতি বছর, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, নদী ভাঙ্গনজনিত কারণে প্রতিবছর প্রচুর ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে লোকজন দরিদ্র ও নিঃস্ব হয়ে যায়।

৬। **ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ** বর্তমানে প্রচলিত গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থা, কারিগরী দক্ষতা বর্জিত, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষা শেষে চাকুরীর নিশ্চয়তা না থাকায় দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৭। **নারী শিক্ষার অভাব ঃ** দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। অজ্ঞতা, অশিক্ষা, অসচেতনতা ও কর্মসংস্থানের অভাবে তারা উৎপাদনমূলক কর্মকান্ডে জড়িত হতে পারছে না। ফলে তারা নির্ভরশীল জীবন-যাপন করছে।

৮। **প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার ঃ** দেশের প্রযুক্তিগত অপ্রতুলতা ও বিদেশীদের চক্রান্তের কারণে ও প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলন করা যাচ্ছে না। ফলে জাতীয় আয় না বাড়ায় দরিদ্রতা ও কমছে না।

৯। **সামাজিক নিরাপত্তার অভাব ঃ** বাংলাদেশে এখনো ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী চালু হয়নি। ফলে অসুস্থতা, বার্ধক্য বেকারত্ব, ফসলহানী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কালীন সরকার কর্তৃক পর্যাপ্ত সহযোগিতার সুযোগ নাই। ফলে তারা দারিদ্র্যে নিপতিত হচ্ছে।

১০। **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ঃ** বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা লেগেই থাকে। হরতাল, ধর্মঘট, শ্রমিক সংজ্ঞাত, দলীয়করণ, স্বজন-প্রীতি প্রভৃতি উন্নয়ণে বাঁধা সৃষ্টি করায় দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং দারিদ্র্য বাংলাদেশের একটি জটিল সমস্যা। উল্লেখিত কারণে এ সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে এবং অন্যাণ্য সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

২.৪ দারিদ্র্য দুরীকরণের উপায়

দরিদ্র বাংলাদেশের একটি বহুমুখী সমস্যা। তাই বাস্তব মুখী পদক্ষেপের মধ্যমে তা দূরীকরা যেতে পারে, নিম্নে দারিদ্র্য দূরীকরনের সম্ভাব্য উপায় গুলো তুলে ধরা হলো।

১। **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ঃ** দারিদ্র্য দূরীকরনের জন্য জনসংখ্যা স্ফীতিরোধ করতে হবে। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে আরো জোরদার করতে হবে।

২। **দারিদ্র্য দূরীকরণ নীতি প্রণয়ণ ঃ** সামাজিক জরিপ ও গবেষনার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরনের জন্য সূদূর প্রসারী নীীত ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

৩। **কৃষি উন্নয়ণ ঃ** কৃষি প্রধান বাংলাদেশের দারিদ্র দূরীকরণের সহজ উপায় হচ্ছে কৃষি উন্নয়ণ। কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ, সময়মত, ভাল বীজ ও সার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা কৃষি উৎপাদন বাড়াতে সহায়ক হবে।

৪। **শিল্প নির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলা ঃ** স্থানীয় কাঁচামালল ভিত্তিক শিল্প কারখানা দ্রুত গতিতে গড়ে তুলে শিল্প অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্প্রসারণ।

৫। **কুটির শিল্পের উন্নয়ণ ঃ** দেশের বিলুপ্ত প্রায় কুটির শিল্পকে প্রয়োজনে ভুর্তুকী দিয়ে পুণরুজ্জীবিতকরণ, এতে বেকারত্ব লাঘব হবে এবং দরিদ্র্য হ্রাস পাবে।

৬। **সমবায়ের প্রসার ঃ** দেশের কৃষক শ্রমিক যুবক, যুবতীদের সংগঠিত করে সমবায়ের মাধ্যমে, কৃষি পোল্ট্রি, বণায়ন, কর্মসূচী ও ও ব্যবসা ক্ষেত্রে উন্নয়ণ।

৭। **প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা ঃ** নদী ভাঙ্গন, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস প্রতিবছর এদেশে হানাদেয় ব্যাপক বনায়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, করে এই সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হবে।

৮। **যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ণ ঃ** একটি দেশের উন্নয়ণের পূর্বশর্ত হচ্ছে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ণ করা হলো কৃষিজাত পণ্য বাজারজাতকরণ সহজ হবে এবং কৃষকের স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পাবে।

৯। **প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার ঃ** এদেশের অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিলে মাছ চাষ, নদীতে সীমিত সময় জাটকা নিধন নিষিদ্ধ ও বঙ্গোপসাগরে মৎস সম্পদ আহরণ করলে দরিদ্র হ্রাস পাবে।

১০। **সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি ঃ** যুদ্ধাহত মুক্তি যোদ্ধাদের পুনর্বাসন দুঃস্থ, পঙ্গু, বিধবা ও বেকারদের ভাতা প্রদানের মাধ্যমে নিরাপত্তা ও বেকারদের ভাতা প্রদানের মাধ্যমে নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে হবে।

সুতরাং ব্যাপক দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য প্রয়োজন সুদূর প্রসারী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অর্থাৎ দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ সমস্যা বহুলাংশে সমাধান করা সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। দারিদ্রের পাঁচটি কারণ লিখুন।

২। দারিদ্র দূরীকরণে উপায়গুলো লিখুন।

৩। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। এই পাঠে দারিদ্র্যের গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন কে?

(ক) ম্যাকাইভার (খ) গিলিণ

(গ) জিন্সবার্গ (ঘ) বার্জেস

২। দারিদ্র্য বাংলাদেশের কোন ধরনের সমস্যা?

(ক) সাংস্কৃতিক সমস্যা (খ) প্রাকৃতিক সমস্যা

(গ) সামাজিক সমস্যা (ঘ) রাজনৈতিক সমস্যা

৪। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

ক) কোন কোন ক্ষেত্রে দারিদ্র্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়?

খ) বাংলাদেশের ব্যাপক দারিদ্র্যের কারণ কি কি?

গ) দরিদ্র দূরীকরণের উপায়গুলো উল্লেখ করুন।

পাঠ-৩ ঃ বেকারত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন—

- ☞ বেকারত্ব কাকে বলে?
- ☞ বেকারত্বের কারণনির্ণয় করতে পারবে।
- ☞ বেকারত্ব দূরীকরণের উপায় সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

বাংলাদেশের মত জনসংখ্যা ভারাক্রান্ত তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ণশীল দেশগুলোতে বেকার সমস্যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে শিল্প-কারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক-বীমা, অফিস-আদালত তথা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। তদুপরি কৃষি প্রধান বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে কৃষির উপর নির্ভর করে আজ আর স্বয়ং সম্পূর্ণ থাকা যাচ্ছে না। শিক্ষা শেষে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা না থাকায় মানুষের মেধা ও সামর্থের অপচয় ঘটছে। ফলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন দূর্বি সহ হয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

৩.১ **বেকারত্বের সংজ্ঞাঃ** সাধারণভাবে বলা যায়, "সাধারণত কোন কর্মক্ষম ব্যক্তির প্রচলিত মজুরীতে কাজ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যদি কর্মসংস্থান না হয় তখন ঐ অবস্থাকে বেকারত্ব বলে।

অধ্যাপক পিগুর মতে, "যখন কর্মক্ষম লোকেরা যোগ্যতা অনুসারে প্রচলিত মজুরির ভিত্তিতে কাজ করতে চায়, অথচ-কাজ পায় না তখন সে অবস্থাকেই বেকারত্ব বলা হয়।"

বর্তমানে বাংলাদেশে বেকরত্ব একটি মারাত্মক সামাজিক সমস্যা। সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে বর্তমানে দেশে কর্মক্ষম বেকারের সংখ্যা ৪০/৫০ ভাগ। যারা পরগাছা হয়ে অমানবিক জীবন যাপনকরছে ফলে অনেকে নানা ধরনের অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ছে। বাংলাদেশে প্রচলিত গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থা বেকারত্ব বৃদ্ধির সহায়ক। কিন্তু বর্তমানে চিকিৎসক, প্রকৌশলী বিভিন্ন শ্রেণীর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরাও বেকারত্ববরণ করছে।

৩.২ বেকারত্বের ধরন/প্রভাবভেদ

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের বেকার রয়েছে। প্রকৃতি অনুসারে বেকারত্বের নিম্নোক্ত প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যায়।

১। **পূর্ণ বেকারত্ব ঃ** কর্ম দক্ষতার অভাবে কোন কাজ না পাওয়াকে বলা হয় পূর্ণ বেকারত্ব। এই ধরনের বেকাররা জীবন ধারনের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল।

২। **মৌসুমী বেকারত্ব ঃ** এই শ্রেণীর বেকাররা বিশেষ মৌসুমে বেকার থাকে, প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাবে অন্য সময় বেকার থাকে, যেমন- ইটের ভাটার শ্রমিক, চিনি কলের শ্রমিক।

৩। **প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব ঃ** বিকল্প কর্মসংস্থানের অভাবে কৃষি ক্ষেত্রে একই জমিতে ৩ জনের অতিরিক্ত শ্রম শক্তির নিয়োগকে প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব বলে।

৪। **প্রযুক্তি জনিত বেকারত্ব ঃ** প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে হস্ত নির্ভর শ্রমিক বেকার হয়ে পড়লে তাকে প্রযুক্তি জনিত বেকারত্ব বলে। যেমন- সিলভারের হাড়ি-পাতিলের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় কুমোর সম্প্রদায় বেকার হয়ে যাচ্ছে। কম্পিউটার চালু হওয়ায় লেটার প্রেসের শ্রমিক বেকারত্ব বরণ করছে।

৫। **বাণিজ্য চক্র জনিত বেকারত্ব ঃ** কোন উৎপাদিত সামগ্রির চাহিদা কমে গেলে উৎপাদন কমাতে যেয়ে যদি শ্রমিকের কর্মচ্যুতি ঘটে, তাকে বাণিজ্য চক্র জনিত বেকারত্ব বলে। যেমন– বাংলাদেশে জুট মিলের শ্রমিকদের বেকারত্ব।

৬। **আংশিক বেকারত্ব ঃ** কোন কোন কর্মচারীর দৈনিক ৮ ঘন্টা হারে কাজ না পেয়ে যে আংশিক বেকার থাকে তাকে আংশিক বেকারত্ব বলে। খন্ডকালীন শ্রমিক কর্মচারী আংশিক বেকার।

৩.৩ বাংলাদেশে বেকারত্বের কারণসমূহ

বাংলাদেশের মত ব্যাপক দরিদ্র ও জনবহুল দেশে বেকারত্বের কারণ বহুবিধ এবং একটি সমস্যা অপরটির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে জটিল রূপ ধারণ করেছে। নিম্নে বাংলাদেশের বেকারত্বের প্রধান প্রধান কারণসমূহ আলোচনা করা হলো।

১। **দীর্ঘ পরাধীনতা ঃ** দুইশত বছর ব্রিটিশ শাসনামলে শিক্ষা, অর্থনীতি, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পিছিয়ে ছিল। পাকিস্তানীদের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে শিল্প-কারখানা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন না ঘটায় বেকারত্ব সৃষ্টিতে সূদূর প্রসারী প্রভাব ফেলে।

২। **দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঃ** বাংলাদেশে দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না। ফলে জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ কর্মহীন থাকতে বাধ্য হচ্ছে।

৩। **প্রকৃতি নির্ভর কৃষি ব্যবস্থা ঃ** বাংলাদেশের কর্ম সংস্থানের অন্যতম উৎস কৃষিখাত। প্রকৃতি নির্ভর কৃষি ব্যবস্থায় বছরে উল্লেখযোগ্য সময় কাজ থাকে না, ফলে কৃষিকাজে নিয়োজিত শ্রমিকরা মৌসুমী বেকারত্বের শিকার হয়।

৪। **কুটির শিল্পের অবলুপ্তিঃ** প্রযুক্তি নির্ভর উন্নত উৎপাদিত সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় কামার, কুমোর ও তাঁতী সম্প্রদায় দিন দিন বেকার হয়ে যাচ্ছে।

৫। ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা কর্মমুখী নয়। তাই দেশের ৪০% শিক্ষিত মানুষ বেকার।

৬। **চাকুরীর মোহ ঃ** বাংলাদেশের শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা সরকারী-বেসরকারী যেকোন চাকুরীকে মর্যাদাকর মনে করে। ফলে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কাজ না করে বেকার থাকে।

৭। **শিল্পের অনগ্রসরতার ঃ** স্বাধীনতার তিনদশক পেরিয়ে গেলেও তেমন শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেনি, অন্য দিকে দূর্বল ব্যবস্থাপনা, শ্রমিক অসন্তোষজনিত কারণে অনেক শিল্প-কারখানা বন্ধ হয়ে বেকারত্ব বৃদ্ধি করছে।

৮। **মহিলাদের কর্মসংস্থানের অভাব ঃ** দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, সামাজিক মূল্যবোধ, রক্ষণশীলতার কারণে তারা অর্থনৈতিক কাজে জড়িত হতে পারছে না।

৯। **ঘরকুনো স্বভাব ঃ** আলস্যের কারণে পরিবার-পরিজন ছেড়ে অনেকেই বিদেশ-বির্ভূইয়ে কাজ করতে যেতে চায়না বলে বেকার জীবনযাপন করে।

১০। **রাজনৈতিক অস্থিরতা ঃ** স্বাধীনতা উত্তোর বাংলাদেশে ঘন ঘন হরতাল, ধর্মঘট লেগেই আছে। বার বার সরকার পরিবর্তন ঘটায় শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে না। ফলে কর্ম সংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না।

৩.৪ বেকারত্ব দূরীকরণের উপায়

বাংলাদেশে বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত তা নিম্নরূপঃ

১। **নতুন নতুন কর্মসংস্থান ঃ** দেশের শিল্প নীতির জটিলতা দূর করে সরকারি, বেসরকারী ও যৌথ উদ্যোগে শিল্প স্থাপনে সহযোগিতাবৃদ্ধি।

২। **আত্ম-কর্মসংস্থান কর্মসূচী গ্রহণ ঃ** বিভিন্ন ধরণের হাঁস-মুরগীর খামার প্রতিষ্ঠা, মৎস চাষ, ছাগল পালন, বনায়ণসহ জনগণকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মকর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৩। **কুটির শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা ঃ** বিভিন্ন ভর্তুকী দিয়ে হলেও রফতানীমুখী কুটির শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা।

৪। **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ঃ** জনসংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি রোধে পরিবার-পরিকল্পনা কর্মসূচী জোরদার করে বর্ধিত বেকার সমস্যা রোধ করতে হবে।

৫। **কর্মমূখী শিক্ষা চালু ঃ** প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার পরিবর্তে বৃত্তিমূলক কারিগরী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে।

৬। **নারীদের কর্মসংস্থান ঃ** রক্ষনশীলতা থেকেবেড়িয়ে এসে দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

৭। **জাতীয় কর্মসংস্থান নীতিপ্রণয়ণ ঃ** বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিতপদক্ষেপের মাধ্যমে ব্যপক কর্মসংস্থান সম্ভব নয়। জাতীয় কর্মসংসথান নীতি প্রণয়ণ করে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

৮। **মৌসুমী বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ ঃ** বাংলাদেশের কৃষকদের বছরের উল্লেখযোগ্য সময় কাজ থাকে না। মৌসুমী বেকারত্ব দূর করার জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান ও কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি চালু করা।

৯। **জনশক্তি রফতানি বৃদ্ধি ঃ** বিদেশে জনসংখ্যা রফতানির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জণ করা যায়। তাই উপর্যুক্ত প্রশিক্ষণ, প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও কুটনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করে জনসংখ্যা রফতানি করে বেকারত্ব দূর করা সম্ভব।

১০। **সামাজিক জরিপ ঃ** ব্যাপক ভিত্তিক সামাজিক জরীপের মাধ্যমে বেকারের প্রকৃত সংখ্যা, দক্ষ বেকার, বেকারত্বের ধরন, পূনর্বাসনের সম্ভাব্যতা নির্ণয় করা সম্ভব।

সুতরাং উপর্যুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্যদিয়ে এদেশের বেকার সমস্যা দূরীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

অনুশীলনী

১। বেকারত্ব বলতে আপনি কি বুঝেন- লিখুন (অনুর্ধ্ব ৫০ টি শব্দ দ্বারা)

২। বেকাত্বের কারণ-গুলো কিকি? লিখুন।

৩। পাঠোত্তর মূল্যয়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিনঃ

১। এই পাঠে বেকারত্বের প্রকারভেদ কয়টি?

(ক) ৩টি (খ) ৫টি

(গ) ৬টি (ঘ) ১০টি

২। এই পাঠে বেকারত্বের কয়টি কারণ দেখানো হয়েছে?

(ক) ৭টি (খ) ১০টি

(গ) ১৫টি (ঘ) ১২টি

৪। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। বেকারত্বের কারণ সমূহ লিখুন।

২। বেকারত্ব দূরীকরনের উপায় সমূহ লিখন।

পাঠ-৪ ঃ নিরক্ষরতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি—

☞ নিরক্ষরতা কি তা জানতে পারবেন।

☞ নিরক্ষরতার কারণ সমূহ জানতে পারবেন।

ভূমিকা

শিক্ষা মানুষের একটি অন্যতম মৌলিক চাহিদা হলে ও বাংলাদেশের জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য অংশ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। শিক্ষার অভাব বা নিরক্ষরতা মানুষকে অধম পশুর পর্যায়ে নিয়ে আসে। নিরক্ষরতার কারণে অপুষ্টি, কুসংস্কার নানাবিধ কু-প্রথা সমাজে বিদ্যমান। তাই নিরক্ষরতা বাংলাদেশের আরেকটি অন্যতম সামাজিক সমস্যা।

৩.১ **বাংলাদেশে নিরক্ষরতার প্রকৃতি ঃ** বাংলাদেশে নিরাক্ষরতার প্রভাব ব্যাপক ও বিস্তৃত। ১৯৯৫ সালের পরিকল্পনা কমিশনের শিক্ষা পরিসংখ্যান অনুযায়ী সাত বছরের ওপরের ৪৪.৩ ভাগ শিক্ষিত মহিলাদের শিক্ষার হার ২৮.৫ ভাগ এবং পুরুষের শিক্ষার হার ৫০.৪ ভাগ। শহর ও গ্রামের শিক্ষার হার যথাক্রমে ৬৩ ভাগ এবং ৩৬.৬ ভাগ। ১৯৯৫ সালে প্রাইমারী পর্যায়ে শিক্ষকছাত্র অনুপাত ছিল ১ঃ৯০ জন। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠী নিরক্ষর। নিরক্ষরতা নিজেই শুধু সমস্যা নয় অন্যান্য বহু সমস্যার স্রষ্টা। দরিদ্র, অজ্ঞতা, মাথাপিছু নিম্ন আয় তার ব্যাপক নিরক্ষরতারই ফলশ্রুতি।

৩.২ নিরক্ষতার সংজ্ঞা

সাধারণত নিরক্ষরতা বলতে পঠন ক্ষমতার অভাবকে বুঝায়ঃ

ইউনেস্কো (UNESCO)-এর সংজ্ঞানুসারে–

The inability of reading and writing with understanding, any short and simple statement on everyday life is called illiteracy.

"নিরক্ষরতা হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনের যেকোন ক্ষুদ্র ও সাধারণ বক্তব্য উপলব্দিসহ পড়া ও লিখার অক্ষমতা।"

সুতরাং আমরা বলতে পারি দৈনন্দিন জীবনের কোন ক্ষুদ্র ও সাধারণ বক্তব্য উপলব্দিসহ পড়া ও লিখার অক্ষমতাকে নিরক্ষরতা বলে।

৩.৩ বাংলাদেশে নিরক্ষরতার কারণ

বাংলাদেশে নিরক্ষরতার বহুমুখী কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কারণ সমূহ উল্লেখ করা হলো।

১। **দারিদ্র্য ঃ** বাংলাদেশের অধিকাংশলোক চরম দরিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। দারিদ্র্যের জন্য অধিকাংশ পিতা-মাতা সন্তানদের পেটপুড়ে খাওয়াতে পারেননা। ফলে স্কুলে ও পাঠান না।

২। **জনসংখ্যা স্ফীতি ঃ** জনসংখ্যা স্ফীতি বাংলাদেশে নিরক্ষরতার জন্য অন্যতম কারণ। বাংলাদেশে প্রতি বছর বর্ধিত শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব হয় না বলে নিরক্ষরতা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হচ্ছে না।

৩। **শিক্ষাশেষে কর্মসংস্থানের অশ্চিয়তা ঃ** দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা এক কোটির ও বেশী। এর মধ্যে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। ফলে ব্যয় বহুল শিক্ষা লাভের চেয়ে মানুষ নিরক্ষর থাকতেই পছন্দ করে।

৪। **শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি ঃ** শিক্ষার উপকরণ বই, পুস্তক, কাগজ, কলম, বিদ্যালয়, ও আনুষঙ্গিক অস্বাভাবিক ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেকে ইচ্ছে থাকা সত্বেও ছেলে-মেয়েকে লেখা পড়া শেখাতে পারে না।

৫। **অনুন্নত যাতায়াত ঃ** বাংলাদেশে সমতলভূমির চরাঞ্চল থাকায় সেখানে যাতায়াত সমস্যার কারণে ছেলে-মেয়েরা দূর দূরান্তের বিদ্যালয়ে যেতে পারে না।

৬। **বিদেশী শাসকদের অবহেলা ঃ** স্বাধীনতা পুর্ববর্তীকালে বিদেশী শাসকরা এদেশে শিক্ষার প্রসারে তেমন উদ্যোগ গ্রহণ করে নি।

৭। **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা ঃ** বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীর তুলনায় কোন স্তরেই কাঙ্খিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। গ্রামে বিদ্যালয়ের অভাবে অনেক শিশু নিরক্ষর থাকতে বাধ্য হচ্ছে।

৮। **শিক্ষকদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা ঃ** শিক্ষকদের মানুষ গড়ার কারিগর বলা হলে ও তাদের আর্থিক-সুযোগ সুবিধা অনেক কম, দেশের সিংহভাগ বেসরকারী শিক্ষকরা নিয়মিত বেতন না পাওয়ায় নিরক্ষতার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

৯। **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ঃ** বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষার সমন্বয় না থাকায় বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে জনগণ শিক্ষার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপায়

বাংলাদেশের নিরক্ষরতার জন্য যেমন বহুবিধ কারণ বিদ্যমান। তাই বহুমুখী বাস্তব সম্মত ও তথ্য ভিত্তিক দীর্ঘ পরিকল্পনার মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূর করতে হবে। নিম্নে নিরক্ষরতা দূরীরকরণের উপায় সমূহ আলোচনা করা হলো।

১। **দরিদ্রতা দূরীকরণ ঃ** দরিদ্রতা বাংলাদেশে নিরক্ষরতার অন্যতম কারণ সরকার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য নারীকল্যাণ, যুবকল্যাণ, গ্রামীণ সমাজ ও শহর সমাজসেবা কর্মসূচির দ্বারা দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

২। **বয়স্ক শিক্ষার বিস্তার ঃ** আমাদের দেশের বিশাল এক জনগোষ্ঠী বয়স্ক নারী-পুরুষ নিয়মিত পড়াশুনা করতে পারেনি। বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি চালু পূর্বক তাদের নিরক্ষরতা দূরীকরণে সহায়তা করতে পারেন।

৩। **কর্মমূখী শিক্ষা ঃ** সাধারণ শিক্ষার পাশাপশি বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু করে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দেখা দিলে শিক্ষার হার বাড়বে।

৪। **বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ ঃ** দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে অধিক পরিমাণে বই-পুস্তক, কাগজ- কলম, বিনা মূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা।

৫। **নারী শিক্ষা সম্প্রসারণ ঃ** দেশের প্রায় অর্ধেক সংখ্যক নারীদের শিক্ষা বিস্তারে গ্রাম পর্যায়ে অধিক সংখ্যক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন, উ□*চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধিক সংখ্যক ছাত্রী নিবাসের ব্যবস্থা করা।*

৬। **যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ণ ঃ** গ্রামাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ ছেলেমেয়ে– বিশেষ করে বর্ষাকালে স্কুলে যেতে পারে না।

৭। **অধিক বিদ্যালয় স্থাপন ঃ** দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম হওয়ায় অনেকেই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই বিভিন্ন স্তরে আরো অধিক সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

৮। **বাস্তবমূখী শিক্ষানীতি প্রণয়ন ঃ** স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘদিন পরেও বাস্তব সম্মত শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হয়নি। সুতরাং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ভিত্তিক বাস্তব সম্মত শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা উচিত।

৯। **অবৈতানিক শিক্ষার প্রবর্তন ঃ** দেশের মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা সম্প্রসারণ করা উচিত।

১০। **শিক্ষকদের স্বচ্ছলতা আনয়ণ ঃ** শিক্ষকদের যথাযথ বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করে শিক্ষকতার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা।

অনুশীলন-১ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

নিরক্ষরতা বলতে কি বুঝেন লিখুন– (অনুর্ধ ৫০টি শব্দ দ্বারা)

অনুশীলন-২ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপায় লিখুন– (অনুর্ধ ৫০টি শব্দ দ্বারা)

পাঠোত্তোর মূল্যায়ন- ৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন-

১। ১৯৯৫ সালে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে বাংলাদেশের শিক্ষার হার কত?

(ক) ৩৪.৩ (খ) ৪০.৫

(গ) ৪৪.৩ (ঘ) ৫০৫

২। এই পাঠে নিরক্ষরতার কয়টি কারণ দেখানো হয়েছে?

(ক) ৮টি (খ) ৯টি

(গ) ১০টি (ঘ) ১২টি।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও?

১। নিরক্ষরতা কাকে বলে?

২। নিরক্ষরতা দূরীকরনের পাঁচটি উপায় লিখুন।

পাঠ-৫ ঃ অপরাধ ও কিশোর অপরাধ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি—

- ☞ অপরাধ কাকে বলে জানতে পারবেন।
- ☞ অপরাধ ও কিশোর অপরাধের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- ☞ কিশোর অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধির কারণ জানতে পারবেন।
- ☞ সমাজ থেকে কিশোর অপরাধ প্রবণতা দূরীকরণের উপায় সমূহ জানতে পারবেন।

ভূমিকা

জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্মেষ এর ফলে সামাজিক পরিবর্তন জনিত কারণে সমাজে অপরাধ প্রবণতা ও বৃদ্ধি পেয়েছে। দারিদ্র্য পীড়িত বাংলাদেশের বহুমুখী সামাজিক সমস্যা গুলোর মধ্যে অপরাধ হচ্ছে শীর্ষে। অপর দিকে সম্ভাবনাময়ী কিশোর কিশোরীদের মধ্যে ও আইন লংঘনের প্রবণতা বাড়ছে। ফলে সমাজ জীবনে মূল্যবোধের অবক্ষয়, সমাজ বিরোধী তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়ে এক চরম অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যা এদেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিচ্ছে।

৫.১ অপরাধ ও কিশোর অপরাধের ধারনা ও সংজ্ঞা ঃ সাধারণত অপরাধ বলতে এমনএক নেতিকবাচক আচরণকে বুঝায় যা সমাজের রীতি-নীতি মূল্যবোধ, রাষ্ট্রীয় আইনের পরিপন্থি। যার জন্য নেতিবাচক আচরণ কারীকে শাস্তি লাভ করতে হয়।

প্রখ্যাত মনস্তত্ব বিদ ডুব এর ভাষায়- "প্রাপ্ত বয়স্কদের দ্বারা সংগঠিত কোন কাজ যদি প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী নির্ধারীত আইনের আওতায় আসে তবে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।"

সুতরাং- আইন ভঙ্গকারী কাজই অপরাধ যেমন- চুরি, ডাকাতি, চাঁদা বাজি, ধর্ষন প্রতারণা ইত্যাদি প্রভৃতি।

কিশোর অপরাধ

সাধারণত কিশোর কিশোরীদের দ্বারা সংঘটিত সমাজ বিরোধী কার্যকলাপই কিশোর অপরাধ।

বয়স নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দেশভেদে পার্থক্য রয়েছে। বিলেতের কমন 'ল' অনুসারে কিশোর অপরাধ হচ্ছে ১৬ বছরের কম বয়সী নাবালক। তবে বাংলাদেশে পিনাল কোড অনুযায়ী কিশোর অপরাধের বয়সসীমা হচ্ছে ৭-১৬ বছর।

সমাজ বিজ্ঞানী এ,ভি জন এর মতে, "কিশোর অপরাধী হচ্ছে নির্দিষ্ট বয়স সীমার মধ্যে দেশেরপ্রচলিত আইন ভঙ্গকারী ও সামাজিক নিয়ম লঙ্গনকারী, যার চারিত্রিক ব্যবহার সংশাধন কিংবা পুনর্বাসনের জন্য কোন বিশেষ কর্তৃপক্ষ বা বিচারকের সামনেহাজির করা হয়।"

৫.২ কিশোর অপরাধের প্রকৃতি ও লক্ষণ

বাংলাদেশে কিশোর অপারাধ প্রবণতা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমন কি কিশোরদের দ্বারা গুরুতর অপরাধ ও সংঘটিত হচ্ছে এদেশে কিশোর অপরাধের লক্ষণ গুলো হচ্ছে-

ক) স্কুল পালানো;
খ) অন্যের বাড়ীতে ঢিল ছোড়া;
গ) বিনা টিকেটে বাস-ট্রেনে ভ্রমন;
ঘ) মেয়েদের টিচ করা;
ঙ) পরীক্ষায় নকল করা;
চ) কারো গায়ে থু-থু ফেলা;
ছ) অন্যের গাছে ফল চুরি;
জ) পর্ণো ছবি দেখা;
ঝ) ছিনতাই;

৫.৩ বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধির কারণ

দরিদ্র কবলিত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিবেশের প্রভাবেই কিশোর অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, নিম্নে কিশোর অপরাধের প্রধান প্রধান কারণগুলো তুলে ধরা হলো-

১। **চরম দারিদ্র্য ঃ** দারিদ্র্যই বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের প্রধান কারণ। দারিদ্র্যের কারণে পিতা-মাতার সব চাহিদা পূরণ করতে না পারায় বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

২। **অসৎ সংঙ্গ ঃ** শিশু কিশোররা সঙ্গ প্রিয়। তারা সংগী; সাথীদের আচার-আচরণ অনুসরণ করে থাকে সংগী নির্বাচনে ভুল হলে বিপথগামী হয়ে পড়ে।

৩। **পিতা-মাতার প্রভাব ঃ** অপরাধী পিতামতার সন্তান অপরাধী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পিতা-মাতা দুর্নীতি পরায়ণ ও দুচ্ছরিত্রের হলে শিশু মনে ক্ষতিরকর প্রভাব ফেলে।

৪। **বিনোদনের অভাব ঃ** চিত্ত বিনোদন অন্যতম মৌল মানবিক প্রয়োজন। সুষ্ঠু চিত্ত বিনোদনের অভাবে শিশুরা অপরাধ প্রবণ হয়ে ওঠে।

৫। **অপসাহিত্য ও চলচ্চিত্র ঃ** অশ্লীল প্রকৃতির সিনেমা, ম্যাগাজিন, বিকৃত রুচির পত্রিকা, গল্প, ভি.সি.আর, ব্লু-ফ্লিম ইত্যাদি অপসংস্কৃতি শিশু-কিশোরদের অপরাধী করে তোলে।

৬। **বিদ্যালয়ের পরিবেশঃ** বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অছাত্র নামধারীদের দ্বারা কলুষিত ভাংচুর, বিশৃংখলা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা, যা শিশুদের অপরাধ প্রবণ হতে সহায়ক।

৭। **সহজলভ্য অর্থঃ** ধনীর দুলালেরা অতিরিক্ত অর্থ পেয়ে তা খরচ করার জন্য সহজেই অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে।

৮। **পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ঃ** পিতা-মাতার বিচ্ছেদ কিংবা মনোমালিন্য ঝগড়া, বিবাদে লিপ্ত থাকলে সেই সমস্ত শিশুরা পিতা-মাতার থেকে দূরে থাকতেপছন্দ করে এবং অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

৯। **দৈহিক কারণেঃ** অপরাধ বিজ্ঞানীদের মতে, দৈহিক বিকলাঙ্গ বা পঙ্গুত্ব কিংবা চিররুগ্নতা শিশুর মনে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে এবং সে ক্ষেত্রে শিশুরা অপরাধ প্রবণ হ য়ে উঠে।

১০। **প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঃ** বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম প্রাকৃতিক দুযোর্গ প্রবণদেশ, প্রায় বছরই বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে শিশু কিশোররা আশ্রয়হীন হযে অপরাধ জগতে প্রবেশ করে।

৫.৪ কিশোর অপরাধ প্রবণতা দূরীকরণের উপায়

বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ প্রবণতা জটিল আকার ধারণ করেছে। তাই কিশোর অপরাধ দূর করার জন্য নিম্নোক্ত উদ্যোগ গ্রহন করা প্রয়োজন।

১। পিতা-মাতার শিশুর দৈহিক মানসিক ও শারিরীক চাহিদার প্রতি খেয়াল রাখা।

২। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদান করে সচ্চরিত্র ও আদর্শ নাগরিক হতে সহায়তা করা।

৩। সামাজিক সম্পর্ক বিকাশ ও সুনাগরিক হতে বিদ্যালয়ের ভূমিকা ও পরিবেশ গঠনমূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪। পাড়ায় পাড়ায় অভিভাক সমিতি গঠন করে বিপথগামী শিশু কিশোরদের সংশোধনের ব্যবস্থা করা।

৫। কুরুচিপূর্ণ বই-পুস্তক, ম্যাগাজিন, চলচ্চিত্র ও ব্লু-ফ্লিম নিষিদ্ধ করা।

৬। যে কোন অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়েছে তাদের প্রবেশন, প্যারোল ও কিশোর আদালতের ব্যবস্থা করে সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া।

৭। পরিত্যক্ত ও উপেক্ষিত এমন শিশুদের পূণবার্সনের জন্য প্রদক্ষেপ গ্রহণ।

৮। শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশ ও নৈতিক চরিত্র গঠন উপযোগী ও সহায়ক কার্টুন, ম্যাগাজিন, গল্পের বই, পাঠাগার, টিভি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।

৯। শিশু যাতে পরিমিত আদর-স্নেহ ও সাহচর্য পায়, সেদিকে পিতা-মাতার খেয়াল রাখা।

১০। গ্রাম, শহর সর্বত্র পর্যাপ্ত চিত্ত-বিনোদনের ব্যবস্থা করা যেমন– খেলার মাঠ, পার্ক স্থাপন, বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন করা।

অনুশীলন-১ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

কিশোর অপরাধ বলতে কি বুঝেন? (অনুর্ধ ৫০ শব্দ দ্বারা)

অনুশীলন-২ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

এই পাঠে গঠিত কিশোর অপরাধের কারণসমূহের নাম লিখুন।

পাঠেত্তর মূল্যায়ণ

সঠিক উত্তরের পাঠে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশে কোন বয়সী শিশুদের কিশোর অপরাধী বলা হয়?

(ক) ৬ - ১৮ (খ) ৭ - ১৬

(গ) ৮ - ১৯ (ঘ) ৯ - ২০

২। এই পাঠে কিশোর অপরাধের কয়টি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে?

(ক) ৪টি (খ) ৮টি

(গ) ৯টি (ঘ) ১০টি।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও

১। কিশোর অপরাধের লক্ষণগুলো কি?

২। কিশোর অপরাধ দূরীকরণের উপায়সমূহ আলোচনা কর।

পাঠ-৬ ঃ মাদকাসক্তি

মূলধারণা

* মাদকাসক্তির ধারণা
* মাদকাসক্তির প্রভাব
* অনুশীলন
* মূল্যায়ণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি—

☞ মাদকাসক্তি কি তা জানতে পারবেন।

☞ মাদকাসক্তির কারণ নির্ণয় করতে পারবেন।

☞ মাদকাসক্তি নিরসনের উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর উন্নত অনুন্নত দেশের সবচেয়ে আলোচিত ও আলোড়িত সমস্যা হচ্ছে মাদকাসক্তি। মানব সভ্যতা আজ যে দুটি বিষয়ে আতঙ্কগ্রস্থ তার একটি হলো পারমানবিক বোমা, অপরটি হচ্ছে মাদকাসক্তি। মাদক এমনই একটি সমস্যা, যার সংগে বহুবিধ সমস্যার যোগসূত্র রয়েছে। সমগ্র বিশ্বের যুব সমাজ আজ এই ভয়াবহ মরণ নেশায় হাবুডুবু খাচ্ছে। পরিণতিতে সম্ভাবনাময় যুব সমাজ তাদের উজ্জল ভবিষ্যৎ ভুলণ্ঠিত করে দিচ্ছে। বাংলাদেশে দিন দিন মাদকাসক্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, যারা দু'বেলা অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারছেনা তারাও মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং এই ভয়াবহ সর্বনাশা সামাজিক সমস্যা থেকে মুক্তির প্রয়াস চালানো জরুরী।

৬.১ মাদকাসক্তি কি?

বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্যে আসক্তকে মাদকাসক্ত বলা হয়। মাদকাসক্তি একটি স্নায়বিক ধারণা হলেও মাদকাসক্ত ব্যক্তির আচার-আচরণে অসঙ্গতি দেখা দেয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞানুযায়ী "মাদকাসক্তি এমন একটি মানসিক প্রতিক্রিয়া কখনো বা শারীরিক প্রতিক্রিয়া, যা জীবিত প্রাণী ও মাদকের মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়। প্রতিক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– মাদক দ্রব্যটি কম-বেশি নিয়মিত গ্রহণের দুর্দমনীয় ইচ্ছা, মাদকদ্রব্য সৃষ্টির ফল বা প্রতিক্রিয়া পাবার তীব্র আকাঙ্খা অথবা মাদকদ্রব্য না থাকার অস্বস্তি এড়ানোর প্রচেষ্টা।

বাংলাদেশের ১৯৮৯ সালে প্রণীত মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মাদকাসক্ত বলতে "শারীরিক বা মানসিকভাবে মাদক দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি বা অভ্যাস বশে মাদকদ্রব্য ব্যবহারকারীকে বোঝানো হয়েছে।

৬.২মাদকাসক্তির প্রভাব

১। মৃত্যুহার বৃদ্ধি পায়
২। কর্ম ক্ষমতা হারিয়ে দরিদ্র জীবন-যাপন
৩। অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি
৪। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও শৃংঙ্খলা ব্যাহত হয়
৫। দাম্পত্য জীবনে অশান্তি সৃষ্টি হয়, ফলে পারিবারিক ভাঙন, আত্মহত্যা বৃদ্ধি পায়
৬। অধিক লাভের আশায় মাদক পাচারকারী দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেয়।
৭। শারীরিক ও মানসিক পঙ্গুত্ব বৃদ্ধি পায়
৮। আসক্তদের সৃজনী শক্তি হ্রাস পায়
৯। মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা হিতাহিত জ্ঞান শূণ্য হয়ে নারী অপহরণ, পতিতালয়ে গমন করে
১০। সামাজিক বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়।

৬.৩ মাদকাসক্তির কারণ

পারিবারিক, সামাজিক, পারিপার্শ্বিক অবস্থা মাদকাসক্ত হওয়ার জন্য অন্যতম দায়ী। কোন একটি বিশেষ কারণে এ সমস্যা সৃষ্টি হয় না। এ সমস্যার পিছনে বহুমূখী কারণ বিদ্যমান। মাদকাসক্তির জন্য যে সকল কারণ দায়ী তার প্রধান প্রধান কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হলোঃ

১। **ব্যর্থতা ঃ** জীবনের যে কোন ব্যর্থতা থেকেই জন্ম নেয় হতাশা। হতাশাগ্রস্থ মানুষ কল্পনায় মুক্তির পথ খুঁজতে যেয়ে অনেক সময় সঙ্গদোষে শখ করে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে।

২। **কৌতুহল ঃ** কৌতুহলপ্রিয় তারুণ্য অনেক সময় সঙ্গদোষে শখ করে মাদক গ্রহণ করে পরে আসক্ত হয়ে পড়ে।

৩। **সঙ্গদোয় ঃ** অধিকাংশ যুবক মাদকাসক্ত ব্যক্তি তার সঙ্গীদেরও নেশার জগতে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করে।

৪। **শিল্পায়ণ ও শহরায়ণ ঃ** শিল্পায়ণ ও শহরায়ণের ফলে মানুষ কর্মসংস্থানের জন্য পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে বলে স্বামী সন্তানরা অনেক সময় মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে।

৫। **দারিদ্র্য ঃ** চরম দারিদ্র্য অবস্থায় নিপতিত হয়ে অনেকে অভাব-অনটনে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করতে না পারায় দুঃসহ যাতনা থেকে ক্ষণিকের মুক্তির জন্য মাদকাসক্ত হয়।

৬। **আনন্দদায়ক অনুভূতি ঃ** মাদক গ্রহণকারীদের মধ্যে এক ধরনের আনন্দদায়ক অনুভূতির সৃষ্টি হয়। এ আনন্দদায়ক অনুভূতির জন্য অনেকে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে।

৭। **পিতামাতার অনাদর ঃ** সিংহভাগ মাদকাসক্তের পিছনে মূলকারণ পিতা-মাতার অনাদর আর অবহেলা। আধুনিক যুগে পিতা-মাতার অতিরিক্ত ব্যস্ততার কারণে সাহচর্য ও আদর বঞ্চিত ছেলে মেয়েরা হতাশা ও নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে।

৮। **স্নায়ু চাপ ঃ** পড়াশুনা, ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা পারিবারিক জীবনে জটিল সামাজিক চাপের সম্মুখীন হয়ে অনেক সময় সাময়িকভাবে সাময়িক চাপ থেকে বাঁচার জন্য মাদক গ্রহণ করে।

৯। অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশে পাশ্চত্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ, বিদেশী ছায়াছবির কুরুচিপূর্ণ যৌন- উত্তেজক ও রোমাঞ্চকর ছবি, ভিসিআর তরুণদের নেশাগ্রহণে উৎসাহিত করে।

১০। **অজ্ঞতা ঃ** নিম্ন আয়ের লোকেরা অজ্ঞতাবশত ভয়াবহ পরিণতি না জেনেই কাণ্ড-জ্ঞানহীন ভাবেই মাদক দ্রব্য গ্রহণ করে চলছে।

সুতরাং বলা যায় বহু কারণে যুবসমাজ মাদকাসক্ত হচ্ছে।

৬.৪০ মাদকসক্তি দূরীকরণের উপায়

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই মাদকসক্তি দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। তাই এই সমস্যা দূরীকরণের জন্য বহুমুখি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। নিম্নে মাদকাসক্তি দূরীকরণের উপায়সমূহ আলোচনা করা হলোঃ

১। **উৎপাদন ও সরবরাহ নিষিদ্ধকরণঃ** আন্তর্জাতিকভাবে চাপ প্রয়োগ করে সব দেশে আমদানি ও উৎপাদন নিষিদ্ধ করা অত্যাবশ্যক।

২। **জনগণকে সচেতন করাঃ** বিভিন্ন প্রচার ও গণ মাধ্যমে মাদকের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে।

৩। **তরুণ সমাজকে সচেতন করাঃ** নেশার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে দিক যেমন- শারিরীক, সাময়িক মানসিক প্রভাব সম্পর্কে তরুণ সমাজকে সচেতন করতে হবে। যারা নেশায় আসক্ত তাদের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়াসমূহ ভিডিও করে বা শর্ট ফ্লিম তৈরী করে টেলিভিশন ও সিনেমার মাধ্যমে তরুণদের দেখানো উচিত।

৪। **শিক্ষকদের ভূমিকাঃ** শিক্ষক সমাজ শিক্ষার্থীদের মন ও মানসিকতার স্রষ্টা, শিক্ষকরা মাদকসক্তির কুফল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে পারেন।

৫। **নৈতিক অবক্ষয় রোধ ঃ** নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে যুবসমাজ মাদকাসক্ত হয়। তাই সামাজিক ও ধর্ম ভিত্তিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে নৈতিকতা উন্নত করলে মাদকাসক্তি হ্রাস পাবে।

৬। **দারিদ্র্যতা দূরীকরণঃ** দারিদ্র্যের কষাঘাতে দুঃসহ যন্ত্রণায় অনেকে মাদকাসক্ত হয়। তাই দারিদ্রতা যথাসম্ভব দূর করা হলে মাদকাসক্তের সংখ্যা হ্রাস পাবে।

৭। অভিভাবকদের দায়িত্ব বৃদ্ধিঃ দেশের অধিকাংশ অভিভাবক উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের প্রতি উদাসীন। তাই অভিভাবকদের সন্তানের প্রাত্যহিক গতিবিধি লক্ষ্য রাখা ও অসৎসঙ্গ পরিহারে সচেতন থাকতে হবে।

৮। **বেকারত্ব দূর করাঃ** বেকারত্বের হতাশায় অনেক সময় যুবক-যুবতীরা মাদকাসক্ত হয় বিধায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং কর্মসংস্থানের পূর্ব পর্যন্ত বেকার ভাতা প্রদান করা যেতে পারে।

৯। **পাপ কারীর শাস্তি ঃ** মাদক ব্যবসায়ীদের কঠোর শাস্তিদানের মাধ্যমে ব্যবসায়ী ও গড ফাদারদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা।

১০। **জাতীয় চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনঃ** মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের আধুনিক চিকিৎসার সুবিধা সম্বলিত জাতীয় মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। পর্যায়ক্রমে জেলা পর্যায়ে শাখা অফিস খুলতে হবে।

অনুশীলন-১ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

মাদকাসক্তি বলতে কি বুঝেন– লিখুন (অনুর্ধ ৫০ শব্দ দ্বারা)

অনুশীলন-২ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

বাংলাদেশে মাদকাসক্তি বৃদ্ধির কারণসমূহ লিখুন।

সারাংশ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

পাঠোত্তর মূল্যায়ণ

সঠিক উত্তরের পাঠে টিক (√) চিহ্ন দাও

১। এই পাঠে মাদকাসক্তির কয়টি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে?

(ক) ৬টি (খ) ৮টি

(গ) ৯টি (ঘ) ১০টি

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। মাদকাসক্তি বলতে কী বুঝ?

২। মাদকাসক্তির কারণগুলো কী কী?

৩। মাদকাসক্তি নিরসনের উপায়সমূহ লিখুন।

পাঠ-৭ ঃ পরিবেশ দূষণ

ভূমিকা

সাম্প্রতিক কালে বিশ্বে বহুমাত্রিমক সমস্যার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো পরিবেশ দূষণ। পরিবেশের সংগে মানুষের সম্পর্ক নিবিড়। কিন্তু পরিবেশ নির্ভর মানুষ কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে পরিবেশকে নিষ্ঠুরভাবে কাজ লাগাচ্ছে তাই পরিবেশ তার নিজস্ব স্বীয়তা হারিয়ে নানা দুর্যোগের বিপর্যয়ের মাধ্যমে প্রকৃতি ও যেন মানুষের প্রতি প্রতিশোধ পরায়ন হয়ে উঠছে। তাই মানুষই আজ পরিবেশ রক্ষার জন্য সচেতন হয়ে উঠছে।

৭.১ পরিবেশ দূষণ কী?

সাধারণত কোন কারণে যখন প্রকৃতি তার স্বাভাবিকতা হারায় বা পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের কাঙ্খিত মাত্রা বিনষ্ট হয় সেই পরিবেশ জীব-জগতের জন্য অস্বস্তিকর, অসহনীয় হয়ে উঠে। এ অস্বাভাবিক বা অসুস্থ পরিবেশই হল দূষিত পরিবেশ।

অন্যভাবে বলা যায়, পানি, বাতাস, ও মাটিসহ পরিবেশের কোন উপাদানের যখন এমন কোন ভৌত, রাসায়নিক, জৈবিক বা তেজস্ক্রিয় পরিবর্তন ঘটে, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাৎক্ষণিক বা পরবর্তীতে জীব জগতের উপর নেতিবাচক বা ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে তখন ঐ অবস্থাকে পরিবেশ দূষণ বলা হয়। পৃথিবীতে নগরায়নের ফলে কিংবা নগরে মানুষের প্রয়োজনে সৃষ্ট কল-কারখানা, যানবাহন ও উপচেপড়া মানুষের কারণে প্রতিনিয়ত পরিবেশ দূষিত হচ্ছে।

৭.২ পরিবেশ দূষণের প্রভাব

পরিবেশ দূষনের ফলে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে।

১। বায়ু দূষণ যেমন- জটিল জৈব, আবর্জনা, কার্বন ডাই-অক্সাইড, রাসায়নিক ধোঁয়ার কারণে চর্মরোগ, শ্বাসকষ্ট, মাথা ব্যথা, ব্রংকাইটিস, ও ফুসফুসের ক্যান্সার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২। কলকার খানা ও জন্মহারে বর্জ্যদ্বারা পানি দূষিত হওয়ায় সমুদ্র, নদী, নানা খালবিলে জলজ প্রাণী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পুকুরের মাছ বিভিন্ন ক্ষত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

৩। শব্দ দূষনের ফলে মানসিক বিপর্যয়, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, স্নায়ুরোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪। প্রকৃতি ও অবকাঠামো ধ্বংস করায় ঝড়, জলোচ্ছাস, ভূমিকম্প, গ্রীনহাউজ, প্রতিক্রিয়া বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৭.৩ পরিবেশ দূষণের কারণ

স্থান কাল ভেদে পরিবেশ দূষণের বহুবিধ কারণ রয়েছে। সাধারণভাবে প্রধান প্রধান কারণ গুলো হচ্ছে-

১। **জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঃ** জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে বাসগৃহ নির্মাণ, রাস্তাঘাট তৈরী, প্রভৃতি কারণে গাছপালা ও বনাঞ্চল ক্রমান্বয়ে ধ্বংস হয়ে পরিবেশ দূষিত হয়ে পড়ে। এছাড়া মলমূত্র পরিবেশ দূষিত করে।

২। **রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার ঃ** কৃষিতে অধিক ফলানোর আশায় রাসায়নিক সার ব্যবহার ও পোকা মাকড়ের হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্য কীটনাশক ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষিত হয়।

৩। **উৎপাদনক্ষেত্রে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার ঃ** শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত রাসায়নিক বর্জ্য ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষিত হয়। শিল্প কারখানার আশে পাশের পুকুর খাল বিল ও জমিতে পানি দূষিত হয়ে এলাকার পরিবেশে বিপর্যয় করে তোলে।

৪। **যুদ্ধ বিগ্রহ ঃ** যুদ্ধে ব্যবহৃত গোলা বারুদ ও আনবিক বোমার প্রতিক্রিয়ায় মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয় ঘটে।

৫। **গ্রীন হাইজ প্রতিক্রিয়া ঃ** বায়ু মন্ডলের গ্যাস, যেমন-কার্বন ডাই অক্সাইড, নাইট্রিক অক্সাইড পৃথিবীর তাপ মাত্রা বৃদ্ধি করে গ্রীণহাউস প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ফলে পৃথিবীয় ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে।

৫। **মাটি খনন ঃ** নির্বিচারে পাহাড় কাটা, নদী থেকে বালু উত্তোলন ইটের ভাটা তৈরীর কারণে মাটির প্রাকৃতিক অবয়ব ক্ষতি সাধিত হয। ফলে মাটির ধস সহ নানা সমস্যা সৃষ্টি হয়।

৬। **যান বাহন ঃ** জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে যানবাহন সংখ্যা ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। গাড়ির কালো ধোয়া হর্নের শব্দ মারাত্মক দূষণ সৃষ্টি করছে।

৭। **শব্দ দূষণ ঃ** বসতি এলাকায় স্থাপিত করখানার অনবরত শব্দ, মাইক ও টেপ রেকর্ডার ইত্যাদি শব্দ দূষনের সৃষ্টি করছে। এর ফলে দেখা দিচ্ছে নানা স্বাস্থ্যগত সমস্যা যেমন- স্নায়ু বৈকল্য, আলসার, রক্তচাপ, হৃদরোগ সৃষ্টি করে পরিবেশ দূষিত করছে।

৮। **জলাবদ্ধতা ঃ** বৃষ্টির পানি, গৃহস্থালী কাজে ব্যবহৃত পানি, শিল্প কারখানার পানি পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থায় ত্রুটির করণে জমা হয়ে পরিবেশ দূষণ ঘটায়।

৭.৪ পরিবেশ দূষণের প্রতিকার

পরিবেশ সম্পর্কে সারা বিশ্ব এখন সচেতন। তাই পরিবেশ দূষণ থেকে বাঁচার জন্য গোটা বিশ্বকে নিন্মোক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১। যে সব যন্ত্র বা গাড়ি কালো ধোঁয়া ছড়ায় তা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে্

২। নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন বন্ধ ও ব্যাপক বনায়নের ব্যবস্থা।

৩। গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া সর্বক্ষণ পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

৪। বিকল্প শক্তির ব্যবহার ব্যবস্থা যেমন প্রাকৃতিক গ্যাস, ও সৌরশক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি।

৫। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পরিকল্পিত আবাসন ব্যবস্থা।

৬। রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের পরিবর্তে জৈব সার, স্বর্ণ সার ব্যবহার বৃদ্ধি।

৭। কৃষিতে সেচের ক্ষেত্রে গভীর নলকূপের পানির ব্যবহার কমিয়ে এনে নদীতে প্রবাহ সৃষ্টি করে নদীর পানি ব্যবহার।

৮। গাড়িতে হাইড্রোকলিক হর্ণ ব্যবহার ও আবাসিক এলাকায় শিল্প কারখানা স্থাপন নিষিদ্ধকরণ।

৯। পাহাড় কাটা ও অপরিকল্পিত নদী খনন নিষিদ্ধকরণ।

অনুশীলনী- ১

১। পরিবেশ দূষণ বলতে কি বুঝেন লিখন (অনুর্ধ্ব ৫ মি)

২। পরিবেশ দূষনের প্রভাব তুলে ধরনঃ

সারাংশ ঃ

পাঠান্তোর মূল্যয়ণ

সঠিক উত্তরে পার্শ্বে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১। এই পাঠে পরিবেশ দূষণের কয়টি প্রভাব উল্লেখ করা হয়েছে?

(ক) ৪ টি (খ) ৫ টি

(গ) ৬ টি (ঘ) ৮ টি

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর দাও

১। পরিবেশ দূষণের কারণ গুলো কি কি?

২। মাদকাসক্তি দূরীকরনের উপায় সমূহ লিখুন।